রূপকথা

সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়

বিভূতি দারোগার প্রায়ই বদলী হয়ে যায়। বদরাগী মানুষ। তাঁর নামে গ্রামে, শহরে, মফস্বলে প্রচুর গল্প ঘুরে বেড়ায়। বিভূতি দারোগা নাকি খালি হাতে ডাকাত ধরে। আঙুল তুলে নেতাদের সঙ্গে কথা বলে। ফোর্স ছাড়াই হাতে শুধু একটা রিভালবার নিয়ে ওয়াগান ব্রেকারের গ্যাং শায়েস্তা করে। বন্দুকে অব্যর্থ নিশানা। বন্দুক হাতে বিভূতি দারোগা যখন রাস্তা হাঁটেন, তখন আকাশে পাখিরাও উড়তে ভয় পায়। কেন? বিভূতি দারোগা এত রাগী কেন ? এ নিয়েও প্রচুর গল্প চালু আছে। যেমন, বিভূতি দারোগার ছোট্ট মেয়েকে ডাকাতরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তারপর আর ফেরত দেয়নি। আবার এমন গল্পও লোকে বলে, বিভূতি দারোগার বাবাকে কারা যেন গুলি চালিয়ে ছিল, পায়ে লেগেছে। তাই খুঁড়িয়ে হাঁটেন। এসব আদপে গুজব। সত্যিটা হল এরকম, বিভূতি দারোগার বাবা চলন্ত ভিড় ট্রেন থেকেপড়ে গিয়েছিলেন। ভিড়ের চরিত্র তো চিরকালই ঘাতকেরা। আর চার বছরের মেয়ে সুষমা ম্যালেরিয়ার মারা গেল নার্সিং হোমে । সেদিন মেয়েকে সবে নার্সিংহোমে ভর্তি করেছে এমন সময় তার সব থেকে বিশ্বাসযোগ্য সোর্স জগু ফোনে খবর দিল, চন্ডীতলার একটা বাড়িতে প্রচুর বোমার মশলা জোগাড় হচ্ছে। ডিউটি পাগল বিভূতি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন। কিন্তু কোথায় কি সব হাওয়া। ব্যাটারা পুলিশ আসার খবর পেয়ে গেছে। ফিরে এলেতখন নার্সিং হোমে।ততক্ষণে পরিজনেররা সব পাথর হয়ে গেছে। ধীরে ধীরে সব পাথরের ঘুম ভাঙল। শুধু সুষমার ভাঙল না। উষা বিভূতি দারোগার স্ত্রী, প্রচন্ড ভেঙে পড়লেন। তাকে সামলাতে গিয়ে বিভূতি দারোগার শোক বুকের মধ্যেই রয়ে গেল। সেই শোকই দীর্ঘদিন বুকের মধ্যে থেকে ক্রোধ হয়ে গেছে। সেই ক্রোধ মাঝে মধ্যে বেরিয়ে আসে। বেশ কিছুচোর বাটপাড় সেই রাগ দেখেছে। এবং জীবনভোর মনে রেখেছে। কিন্তু সব চোর বাটপাড়রা তো হেলা ফেলা নয়, অনাথ নয়, তাদেরও অনেক দাদা, মামা আছে। ফলে প্রায়ই বদলি হয়ে যায় বিভূতি দারোগার।

চারদিন হল এই নরহাট থানায় এসেছেন বিভূতি দারোগা। আর দু-বছর পরই রিটায়ারমেন্ট, তবুও বদলী ! এবার দায়িত্ব পড়েছে মালখানার। অর্থাৎ বিষ দাঁত ভেঙে ফেলার ষড়যন্ত্র। মালখানান ইনচার্জের তেমন কোন কাজ নেই। থানার মধ্যে একটা ঘরে রাখা আছে পুলিশের রাইফেল, র্কাতুজ এবং বেশ কিছু অঘটনের প্রমাণ। যেমন, কোন এক খুনের হাতিয়ার, ধর্ষিত মহিলার ছেড়া শাড়ি। মৃত মানুষের রক্ত লাগা পোষাক। এসব কলকাতায় যায়, ফরেনসিক ল্যাব্রেটরিতে। এই যাতায়াতের হিসেব রাখতে হয় বিভূতি দারোগাকে। সব মেনে নিয়েছেন বিভূতি দারোগা। আর তা দু-বছর, তারপর তো আর অপমান সহ্য করতে হবে না। এই মালখানার মধ্যে একটা চেয়ার টেবিলে বসে কথামৃত পড়েন বিভূতি দারোগা। চার পাশে ঘিরে থাকে মৃত্যু গন্ধ । রোজ সন্ধেয় মৃত্যু গন্ধ কিছুক্ষণের জন্য বিদায় নেয়। বড়বাবুর চেয়ারের পেছনে দেয়ালে মা কালীর ক্যালেন্ডার বড়বাবু সন্ধেবেলা ঠাকুরের সামনে ধূপ জ্বালেন। সেই ধূপের গন্ধ থানার করিডরে ভাসতে ভাসতে মালখানা অবদি চলে আসে। কপালে হাত ঠেকান বিভূতি । মানে পড়ে উষার কথ, উষাও হয়ত এইমাত্র সন্ধে দেখাল তাদের ভবানীপুরের বাড়ির ঠাকুর দেবতাকে । বাবা কি পার্ক থেকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একা ফিরছে ? সঙ্গে সুষমা যদি থাকত...। ভবানীপুরের বাড়িময় আজও লেগে আছে, সুষমার হাসি, আধো আধো কথা।

এসব মনে পড়লেই মনটা বিক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তখন তিনি ফের চোখের সামনে তুলে ধরেন কথামৃত।
----স্যার আপনাকে দুজন লোক খুঁজছে।
বই থেকে চোক তুলে সামনে দেখলেন, কনস্টেবল নিতাই দাঁড়িয়ে।
----আমাকে ? আশ্চর্য হলেন বিভূতি। এখানে তিনি নতুন, কেউ তাকে চেনে না । কে ডাকতে আসবে । আর তাছাড়া তঁার পোস্টটাও রাইরের লোকের কাছে ততটা জরি নয়। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে নিতাইকে বললেন,কেন খুঁজছে, বলল কিছু ?---না। বলল আপানর সঙ্গেই দরকার।
----চেনো ?
----মুখ চেনা। বাংলাদেশের বর্ডারের কাছে জাঙ্গীপাড়ার দিকটায় থাকে। থানার বাইরে সন্ধে গাঢ় হয়ে গেছে। ছেলে দুটো সাইকেল নিয়ে এসেছে, গায়ে সাইকেল হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।
----বলুন কী চাই ? আমিই এ এস আই বিভূতি দত্ত।
----নমস্কার! আপনের সাথে যে এট্টু পাইভেট কতা ছিল। ফাঁকা জায়গা পাইলে ভালো হয়।
----ভেতরে আসুন না।
----না না থানার অন্দরে নয়। আপনে যদি দয়া কইরা আমাগো সাথে সামনের চায়ের দোকানটায় আইয়া বসেন....
ওদের কথাবার্তার মধ্যে স্পষ্ট স্পর্ধার ছাপ। কিন্তু ওদের সঙ্গে না গেলেও নয়। বিভূতি দত্ত যদি না যেতে চায় তাহলে ওরা বিভূতি দত্তকে ভী ভাববে। বিভূতি দারোগর অহংকার তো এখনও পুরোপুরি মরে যায়নি। বিভূতি ওদের হঙ্গে হাঁটতে হঁাটতে চায়ের দোকানে এসে বসলেন।
----আমার নাম সামসুদ্দিন। এর নাম প্রভাত, প্রবাত দলুই। স্যার আপনে তো জানে আমাদের এই নরহাট থানা কত শান্ত।
হাতে চায়ের ভাঁড়, চুপচাপ শুনে যাচ্ছেন বিভূতি।
----কিন্তু কদিন আগে আমাদের গেরামে এমন এট্টা খারাপ ঘটনা ঘইটা গেছে যে, আমরা আর মুখ দেখানের লায়েক নই।
----কী ঘটন ?
----আপনে তো চাইরদিন হইল আইছেন, তাই জানেন না। কিন্তু কী আশ্চর্য দেখেন, সেই ঘটনাটা সমস্ত কিছু মানে সুরহা নিষ্পর্ত্তি একন আপনের হাতে।
ভ্রুকুঁচকে উঠল বিভূতি দারোগার। হেঁয়ালি করছে ছেলেগুলো, বেশ ঘাযু মাল। সতর্ক হতে হবে।
----কী বলছ ঠিক বুঝতে পারছি না বললেন বিভূতি।
এতক্ষণ সামসুদ্দিন কথা চালাচ্ছিল। এরার প্রভাত দলুই বলে উঠল, দেখেন স্যার আপনে এজেড মানুষ, বহুদিন পুলিশ লাইনে আছেন। আপনে নিশ্চয় আমাদের সমস্যা বোঝবেন। লুকোছাপার দরকার নাই । সোজা কতাটা কইয়ে ফেলি, আপনের মালখানায় এট্টা প্যাকেট আচেছ, যার মইধ্যে আমাগো ভবিষ্যৎ লেখা আছে।
ঝট করে একটা অপরাধের গন্ধ পেলেন বিভূতি দত্ত। কম দিন তো হল না এদের সঙ্গে। ওরা এতক্ষনে তাঁর কোটে বল ঢুকিয়ে দিয়েছে।
---বিশ হাজার । প্যাকেটটা আপনেকে পোড়াইতে হইব।
বেঞ্চ থেকে উঠে পড়লেন বিভুতি। এরা কি বিভূতি দারোগার পাস্ট রেকর্ডগুলো জানে না ? সে সব গল্প এদের কেউ করেনি নাকি। উনি যেখানেই বদলী হয়ে যান, তার আগেই তাঁর সম্বন্ধে চালু গল্পগুলো সেই থানায় পৌঁছে যায়। পুরো ব্যাপারটা বোঝার জন্য যথাসম্ভব নিজের অভিব্যক্তি গোপন করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিভূতি দত্ত। দারোগার মুখটা ভালো করে পড়তে না পেরে সামুসদ্দিন পা ধরে ফেলল বিভুতি দত্তর। একটু নাকে কান্নার সুরে বলে চলেছে, স্যার, সে নাম্বার দুইশো চত্রিস। সেদিন জীবন দারোগা সিজড্ কইরা ছিল সব দারোগা বাবু সেদিন ফুল লোড, চোখ জবা ফুল। হাতের কাছে যা পাইলেন সবলইয়া প্যাকেটে বান্ধিলেন। আমাগো ঝিাস ফদিমা নিশ্চয় কোন লাস্ট চিঠি লিখ্খা রাখাছিল। সেই চিঠি ঐ শাড়িটাড়ির মইধ্যে রইয়ে গেছে। সেই শাড়ির প্যাকেট এখন আপনের আন্ডারে, মালকানায়। ঐ চিঠি মধ্যে আম

াগো নাম আছে, সিত্তর। ঐ চিঠি সরাইয়া ফেলেন। বিশ হাজার।
-----পা ছাড়ো।
-----পঁচিশ হাজার স্যার।
-----ক-জনের নাম আছে চিটিতে?
----পাঁচ জনের হইতে পারে, আবার চার জনেরও হইতে পারে। আলতাফের সাথে একসময় ওর আবার মহববত ছিল তো । এর নাম চাইপা যাইলেও যাইতে পারে।
-----তোমদের বাকি সাকরেদরা জানে, তোমরা আমার কাছে এসেছো ?
-----জানে স্যার। ওরা এটু বোকা হাঁদা টাইপের তো, তাই সামনে আসতে ভরসা পায় না। স্যার আমরা তাইলে কবে আসব?
ঘুষের এরকম ন্যাকামিহীন আবেদনে বিভূতি দত্ত থতমত খেয়ে গেছেন। তাঁর দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় ঘটনার ভার তিনি বুঝতে পারছেন । মাথায় মধ্যে সেই ডিউটি পাগল ও বদরাগী দারোগাটা জেগে উঠছে। কিন্তু এখনই তাকে বাইরে আসতে দিতে চান না। তাহলেই শত্রুপক্ষে সর্তক হয়ে যাবে।
-----আচ্ছা স্যার, আপনে একদিন ভাবুন। আর এতো গেরাম থানার কেস, ও প্যাকেট কলকাতায় যেতে আরো দুচারদিন লাগবে। আমরা আসি স্যার ?
এর পর আর জিপ যাবে না। আলের পথ। নিমগাছটার তলায় জিপ দাঁড় করিয়ে নিতাই কনস্টেবল আর অ্যাসিস্ট্যান্ট বিভূতি দত্ত জিপ থেকে নামলেন। ঠা ঠা করছে রোদ ।----স্যার অনেকটা হেঁটে যেতে হবে, পারবেন?
----পারব । আগে একটু জল খাওয়াও।
নিতাই ওয়াটার বটল আনতে গেল জিপ থেকে। কাল সন্ধেবেলা ছেলে দুটো চলে যাবার পর মালখানায় ঢুকেছিলেন বিভূতি দত্ত। একটু খোঁজাখুঁজি করতেই পেয়ে গেলেন সেই প্যাকেটটা । ছেলেগুলো একদম ঠিকঠাক বলেছে। কেস নাম্বার দুশো ছত্রিশ। প্যাকেট যথারীতি সিল্ড। প্যাকেটের গায়ে সাঁটা কাগজে লেখা রয়েছে, কেস নাম্বার। প্লেস অফ ওকারেন্স, জাঙ্গীপাড়া। দুজন সাক্ষীর সই । যার থেকে সিজড হল তার সই। যে অফিসার সিজড করলতার সই । বড়বাবুই গিয়েছিলেন স্পটে। ইউ ডি কেস । আনন্যাচারাল ডেথ । এবার প্যাকেটটা যাবে ফরেনসিক সাইন্স ল্যাবে। এই প্যাকেটটা পুড়িয়ে দিতে পারলে, পঁচিশ হাজার। অবশ্য সরকারকে জানাতে হবে, মালখানায় আগুন লেগে প্যাকেটটা পুড়ে গেছে। ছেলেগুলোর অবশ্য দরকার প্যাকেটের মধ্যে যদি কোন সুইসাইডাল নোট তাকে সেটা । কিন্তু প্যাকেটের ওপর গালার সীল, সরকারের ছাপ মারা। একবার খুলে ফেললে আর সীল করা যাবেনা। ফলে পোড়ান ছাড়া গতি নেই। ছেলেগুলো এতো ঘাঘু সব জেনে বুঝে প্রস্তাব করেছে। পঁচিশ হাজার। বিভূতিযদি আরো গাম্ভীর্য দিয়ে কেসটা হ্যান্ডেল করেন, দর রাড়বেই । তিরিশ, পঁয়তিরিশ অনায়াসে। এত টাকার কেস যখন, ব্যাপারটা সহজ নয়। বিভূতি দত্তর পুলিস জীবনে এত বড় ঘুষের অফার কখনও আসেনি। এমনিতে বিভূতি দত্ত ব্যাক্তিগতভাবে কখনও ঘুষ খাননি। থানায় বিলি করা ঘুষের টাকা নিতেই হত, ওটা চাকরির অঙ্গ। এই যে এত কটা দিন সতী হয়ে কাটালে, কী লাভ হল ?বদলীর পর বদলী। যখনই সাপের ল্যাজ ধরেছেন, ওমনি বদলী। চাকরির প্রান্তে এসে ঘুষটা কি খেয়ে নেবেন নাকি ? এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেননি বিভূতি । তাই এসেছেন ঘটনাস্থল দেখতে। বুঝতে এসেছেন ছেলেগুলোর অপরাধের নমুনা।
----স্যার জলটা খাবেন না ?
----সম্বিত ফেরে বিভূতি দত্তর । হাতে ওয়াটার বটল্ বসে পড়েছেন নিমগাছের গুড়িতে।
----গ্রামটার কী যেন নাম ? জিজ্ঞেস করলেন নিতাইকে।
----জাঙ্গীপাড়া। এখনও মাইল খানেক। ঐ দূরে দেখছেন কাল গাছের ঝোপ। দু-চার ঘর বাড়ি, ওটাকে বাঁদিকে রেখে আরো খানিক। তারপরই বাংলাদেশের বর্ডার।
ওরা আলোর পথ ধরল। মাঠ ফাটা রোদ। কোথা থেকে দুটো পাখি মাঠের মধ্যে পড়ে ঝাপটা ঝাপটি করে ধুলো উড়িয়ে ফের উড়ে গেল। পায়ে পায়ে ফড়িং উড়ছে, ঘাসে বসছে, ফের উড়ছে। আপাত নির্বাক প্রকৃতি । তবু গ্রামের দুপুরের নানান শব্দ আছে। কোন একটা পাখি ডেকে যাচ্ছে, টানা কোথাও দেখা যাচ্ছেনা পাখিটাকে, মনে হচ্ছে যেন

মটির তলা থেকেই উঠে আসছে শব্দটা।
----এই যে স্যার জাঙ্গীপাড়া শু হল ? আর একটু এগোলেই ফতিমাদের বাড়ি পুলিশের পোশাক, ফলে আসে পাশে ভিড় বাড়ছে।

একদম সামনে হেঁটে চলছে দু-চারটে ল্যাংটো বাচচাছেলে। তাদের হাঁটার মধ্যে শৈশবের কোন ছাপ নেই। যেন সৈনিক মার্চ করে যাচেছ। বাচচাগুলোর সঙ্গে কিন্তু কোন কথা হয়নি, তবু ওরা বুঝে গেছে পুলিশ ফতিমার বাড়িতেইযাচেছ। ওরা তাই পথ দেখাচেছ। খাঁখাঁ উঠোনে শেষে দুটো চালা ঘর । একটা চালার নিয়ে ছায়ায় এক বুড়ি বসে আছে। বুড়ি মুখ তুলে অত্যন্ত অবজ্ঞায় দেখল ভিড়টাকে, আবার মুখ নামিয়ে নিল। নিতাই আর বিভূতি দত্ত এগিয়ে গেলেন বুড়ির দিকে । ভিড় থেকে উঠোনের পারে । নিতাই কানের পাশে বলল, এ হচেছ পতিমার নানী। বিভূতিদত্ত নানীর মুখোমুখি দাঁড় ালেন। নানীর ঘোলাটে চোখ স্থির হল বিভূদিত্তর চোখে।

-----ফের আইছেন ক্যান ? সেদিন তো বেবাক কতা হইল।
-----নানী সেদিন আমি আসিনি। অন্য দারোগা এসেছিল। আজ আমার আরো কটা কথা তোমার থেকে জানার আছে।
----আমি একলা মাইয়া মানুষ কী আর কইতে ..পারি, নাতি জববর শহরে গেছে। ও ব্যাটা ফিরলে থানায় যাইতে কইবখন। বুড়ি সেখানে বসেছিল সেখান থেকে নড়তে চাইছে না। কথায় সুরে পুলিশের ওপর তীব্র অভিমান। বিভূতি দত্ত বুড়ির পাশে ধপ করে বসে পড়লেন। নিতাই বলল, একী স্যার ! ভেতর থেকে চেয়ার টেয়ার আনি ? হাত তুলে বিভূতি দত্ত মানা করলেন। এবার বুড়ি একটু নড়ে চড়ে বসল। ভিড়টা অতি উৎসাহে উঠোন পেরিয়ে এগিয়ে আসছে। ----নিত াই ওদের ভাগাও। নিতাই তৎপর হয়ে যায়, এই এখানে কী দরকার। যাও ফাঁকা কর। ভিড় পিছু হটল, পাতলাও হল কিছুটা।

----নানী, ফতিমা যখন সুইসাইড করল, তুমি কোথায় ছিলে ? জিজ্ঞেসা করলেন বিভূতি দত্ত। বুড়ি অত্যন্ত সন্তর্পণে গলা নামিয়ে ফিসফিসয়ে শু করল সেদিনের ঘটনা, আমি যাইয়া ছিলাম হাজিসাহেবের বাড়ি। হাজিসাহেব দিল্লি ঘুরে এয়েছেন, বড় ভালো নামাজ পড়েন। ঘরে ফতিমা একা, দুরে যেতে ভরসা হচ্ছিলনা । বাইরে সাঁঝ নাইমা গেছে। ফতিম াই ঠেলে পাঠাল। কইল, নানী আল্লার কতা শোনতে যাচেছা, তোমার চিন্তা কী খোদা তোল্লাই দেখবে আমায় আর আ মি কী খুখি। তবু আমার মন সায় দেয়নি, ফতিমা আমার মেয়ে ভালো, দ্যাখতেও পরীর মতন। স্বামী গেছে আরবে, থুয়ে গেছে আমার কাছে। জোয়ান মাইয়া। শাদির স্বাদ পাইছে। অট্টু ছটফট করে। আলতাফটাও যখন তখন ঢুঁ মারে ঘরে। সব খোদা তেল্লা ওপর ছাইড়া বাইরালাম। হাজিসাহেবের বাড়ি কত সময় ছিলাম হুঁশ নাই....।

বুড়ি এরপর যা বলে যাচেছ তা মোটামুটি শোনা হয়ে গেছে বড়বাবুর কাছে ! গতকাল ছেলেগুলো ঘুরে যাবার পরবিভূতি দত্ত প্রথমে মালখানায় ঢুকে প্যাকেটটা দেখে নেন। তারপর বড়বাবুর কাছে আসেন। ঘুষের প্রস্তাবের কথা ছেপে, খুব সতর্কভাবে একথা সে কথায় মাঝে জেনে নেন কেস নাম্বার দুশো ছত্রিশ সম্বন্ধে। বড়বাবু খুব একটা প্যাঁচাল লোক নন। উনি জানতে চাইলেন, কী ব্যাপার হঠাৎ এ কেসটা নিয়ে পড়লেন কেন ?
-----এমনি পথে ঘাটে শুনছি কেসটা শুধু সুইসাইড নয় । এর পেছনে অন্য কিছু আছে।
----আছে তো আছে। আপনার কী? আমরা যা দেখেছি, তার জন্যে যা করণীয় করেছি ! আর কী চাই ? প্যাকেটটাএফ. সি.এল. ও যাবে। সেখানে যদি অ্যাবনরমাল কিছু দেখে, আমাদের ইনভেস্টিগেট করতে বললে, করব। আগে বাড়িয়ে কিছু করতে যাবো কেন? সরকার কোন মাসের মাইনের সঙ্গে আগে বাড়িয়ে একশো টাকা বেশি দেয়?

তা অবশ্য ঠিক। তবুও এই কেসটায় আমি কেমন জানি একটু বেশি উৎসাহ পচিছ। আমি কি একবার ঐ স্পটে যেতে পা রি?

----যাবেন, যান না। কেঁচোঁ খুঁড়তে গিয়ে সাপ নিয়ে আসবেন না যেন। এমনিতে আমাদের থানা শান্ত। বেশ আছি। শুকনো ঝামেলা টানবেন না। আর আপনাকে এখানে পাঠানই হয়েছে শান্ত হয়ে থাকার জন্যে।

বিভূতি দত্ত ঝামেলা টানেন, নাকি ঝামেলা বিভূতিতে টানে তা আজও পরিস্কার হল না বিভূতি দত্তর কাছে। উষা বলে, কী দরকার খামোকা ঝামেলায় জড়ানো। ছেলেপুলে নেই, ভালোয় ভালোয় চাকরি শেষ করে চলে এস। তারপর শুধু তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়াব। বিভূতি দত্ত -ও তাই চান। তবু ঝামেলা তাকে টানে থানা অঞ্চল, মানুষ, গ্রাম, শহর, সবাই তঁাকে টানে। বিভূতি এড়াতে পারেন না।....নানী বলেই চলেছে সেদিনের ঘটনা। ফতিমা বাংলাদেশের মেয়ে। এপারে বিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এখানে হামেশাই এরকম হয় এসব তথ্য বিভূতি জেনে তবে স্পটে এসেছেন । বোঝা যাচ্ছে বুড়ি একটাও নতুন কোন ইনফরমেশন দেবে না এতদিন বুড়িকে নিশ্চয়ই অনেকে মিলে শিখেয়ে পড়িয়ে নিয়েছে, পুলিশের কাছে কতটুকু বলতে হবে।...তা বাবু এই হইল ঘটনা। এর থিক্যা বেশি কিছু আমি জানি না। নানী কথা শেষ করল।

----সব তো শুনলাম নানী। কিন্তু ফতিমা যে সুইসাইড করল তার কারণটা কী ? ওর মনের দুঃখটা কী ছিল ?
----সেডা আমি কইতে পারি না। দিনমান ঘুরতাছে ফিরতাছে, শান্ত হয়ে দুদন্ডবসে না কোথাও। হাসি মস্করা লেগেই আছে শরীলে। দ্যাইখাবোঝার উপায় নাই যে এটা ওর শ্বশুর ঘর। তবু আলে কালে কইত, নানী আববাজান অনেকদিন কুনো খপ্পর দেয় নাই। আসেও নাই। ভুইল্লা গেছে মনে হয়। শাদির কতা চলার সময় কইত, ইন্ডিয়া খুবদুরে না। মধ্যে মধ্যে দেখা কইরে যাব। কতি ইন্ডিয়া থেকে বাংলাদেশের ওয়াক্তের নামাজ শোনা যায়। মিছে কতা।....

ফাঁকা উঠোনের দিকে চেয়ে বসে আছে বিভূতি দত্ত। অল্প হাওয়ার উঠোনে কয়েকটা শুকনো পাতা উড়ে এসেছে।কোথা থেকে একটা মুরগী এসে ঐ পাতাগুলো ধরার চেষ্টা করছে। মুরগীটা বোদ হয় ফতিমার। ছোট-খাটো এসব দৃশ্যের পরেও কেন জানি এক শূন্যতা টের পাচ্ছেন বিভূতি। এই শূন্যতা সেই একবারই টের পেয়ে ছিলেন সুষমা মারা যাবার পর। দূরে মেঠো রাস্তা দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে তিনজন লোক এই দিকে আসছে। নানী আরো জড়সড় হয়ে মাথায় ঘোমটা দিয়ে বসল! সামসুদ্দিন, প্রভাব আর একজন যে গতকাল ছিল না ! ওরা বিভূতি দত্তকে লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। চোখে স্পষ্ট বিরক্তি ও বিস্ময় ।ওদের উঠোনে উঠে আসতে দেখে মুরগীটা পড়ি মারি করে পালিয়ে গেল।
----কী ব্যাপার স্যার, হঠাৎ আমাদের গেরামে ? বলল প্রভাত।
-----এই এমনিই। যে দায়িত্ব তোমরা আমাকে দিয়েছ, কার আগাপাশতলা একবার দেখে নিতে হবে না। চাকরির ব্যাপার ভাই।
-----ওঃ সেইডা কন। লোকমুখে শুইন্না আমরা দৌড়তে দৌড়তে আসছি। কী ব্যাপার স্যার আমদের গেরামে। কাল কী আমরা স্যারের সাথে কোন মন্দ বেওহার করেছি।

বিভূতি দত্ত শুধু হাসলেন । তারপর নতুন ছেলেটার দিকে চোখ তুলে বললেন, ওকে তো চিনলাম না।
-----ও হচ্ছে আলতাফ। এর কথা আপনাকে কয়েছি।

বিভূতি দত্ত ভাল করে দেখলেন আলতাফকে। স্বামীর অবর্তনমানে ফতিমার প্রেমিক। এ ছেলেটাকে ফতিমা বিশ্বাসকরত, কিন্তু ও ছেলেটা এখন দাগীদের হঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। আলতাফের চোখের দিকে তাকালেন বিভূতি, চোখে ফতিমার কোন স্মৃতি নেই। আছে সদ্য লাগান সুরমা। একটা আতরের গন্ধও পাচেচন ওদের শরীর থেকে। সামুসুদ্দিন বলে উঠল, কি নানী দারোগাবাবুকে লেবু পানি দিছ তো ? তারপর প্রত্যুত্তেরের অপেক্ষা না করেই বলল, স্যার আজ কিন্তু দুপুরে এখানেই খেয়ে যাবেন। আমরা যোগাড় করছি। বিভূতি দত্ত শশব্যস্ত হয়ে বললেন, আরে নানা। আমরা খেয়ে বেরিয়েছি। তোমরা এখন যাও। আমরা বুড়ির সঙ্গে কটা কথা বলে চলে যাব।
....ঠিক আছে আপনে কতা কন্না । আমরা ওই দাওয়াতে বইস্যা আছি।

---না, তোমার এখানে থাকলে আমার ইনভেষ্টিগেশনের অসুবিধা হবে।
----স্যার, আপনের কতা ঠিক বোজতে পারলাম না। সব কতা তো আপনের সাথে হইয়া গেচে। কী দরকার এই মরা কেসটা নিয়ে নাড়াচাড়া করার ?
----দরকার আছে। তোমরা বুঝবে না। এখন তোমরা যাও।
----স্যার একটা সাফ কথা বলুন তো, অপনে কি এখনও আমাদের ফরে ? নাকি রেট বাড়াতে হবে ?
-----স্কাউনড্রেল, সান অফ এ বীচ। আউট---আউট....
নিতাই অবাক চোখে দেখছে তান নতুন অফিসারকে। কী তেজ। এরকমটাই শুনেছিল তাঁর সম্বন্ধে। এমনিতে বোঝা যায় না।
সামুউদ্দিনরা হতচকিত হয়ে পিছিয়ে গেছে। বিভূতি দারোগা নিজেই অবাক, বলে গেল, স্যার ফেরার সময় একবার আমাদের পার্টি অফিসে যেতে পারেন। ওখানে আইলে বোঝবেন আমরা ততটা খারাপ নই। চলি।

বিভূতি দত্ত ঘুলে দাঁড়ালেন নানীর দিকে।---কি নানী খুসি তো ? নানীর চোখে কৃতজ্ঞতা,----আইসো বাবা তুমি ঘরে চলো। এবার নানী সব ঘুরে ঘুরে দেখাচ্ছে বিভূতি দারোগাকে।----এই যে এই জানালাটায় ফতিমা বইস্যা থাকত। ইখান দিয়া হাত রাড়াইয়া নেবু পাড়ত। আইসো ইদিক পানে আইসো, ইটা হইল খিড়কি দুয়োর, নাবলেই পুকুর। ঐ যে পুকুরে হাঁসগুলান প্যাঁক প্যাঁক করতাছে, ওগুলো ফতিমার। এই দুয়ারে বইস্যা আনমনে হাঁসগুলান দ্যাখতো। পুকুর ধারে ঐ যে বনবাদাড়, ফতিমা দিনমানে পেরাই ঢুইক্যা যেত ভিতরে। ঘুরের আইসা খপর দিত, ও নানী জানস, আমগো কাঁঠাল গাছে, কাঁঠালে ভরে গেছে, শরীল দেখা যায় না। আম গাছেও ফলন হইছে প্রচুর, গাছ নুয়ে গেছে। বুড়ির বর্ণনা এত আন্তরিক যে, বিভূতি দারোগার মনে ধীরে ধীরে ফতিমার একটা আবছা অবয়র ফুটে উঠেছে। তাঁর মনে হচ্ছে, এই মাত্র হয়ত সামনের জঙ্গল থেকে ফতিমা বেরিয়ে আসবে, থমকে যাবে পুলিশ দেখে। অথবা পুকুরের শান্ত জলে হঠাৎ ভুসকরে ভেসে উঠবে ফতিমা। যেন এতক্ষণ ডুব সাঁতার দিচ্ছিল। নানী বিভূতি দারোগার হাত ধরে নিয়ছে,---আইসো ইদিকে আইসো। এই তাকিয়ায় মোরে জড়ায় শুত। আর এই আর্শি দিনমানে কতবার যে নিজের মুখ দ্যাখত এই আর্শিতে ।নানী বিভূতি দারোগাকে নিয়ে ফের উঠোনে নেবে পড়েছে। নিতাই দাওয়াতেই বসে আছে।----- ঐ যে দক্ষিন বাগে ঘরটা, ওটা গোয়াল, ফতিমার চারটে ছাগল, দুটো গ। বিভূতি স্পষ্ট দেখতে পেলেন, দুটো গ আর ছাগল নিয়ে ফতিমা সামান্য দূরে স রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। পরনে ধুলো রঙের শাড়ি, উঁচু করে পরা। শুধু পেছন দিকটা দেখা যাচ্ছে। কী লম্বা চুল ! একদম উষার মতন। উষা বলত, সুষমা বড় হলে চুল কাটতে দেব না। ওর যদি সময় না হয়, আমি রোজ দুবেলা যত্ন করে চুলে তেল দিয়ে দেব, আঁচড়ে দেব। গোয়ালের পেছনে আর একটা ছোট্ট ঘর। ননী এখানে এসে থমকে দাঁড়াল। দাঁড়ালেন বিভূতি দারোগা।

এটা কোরবানির ঘর। এ ঘরে ফতিমা ঢুকতে ভয় পাইত। এ বাড়ির কোরবানির চাকুটা খালি লুক্কে রাখত। তা নিয়ে পেরাই ঘাটাঘটি লাগত জববরের সাথে।
ছোট্ট মাটির ঘরটার মধ্যে নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। কোন জানলা নেই। বিভূতি দারোগা মাথা নিচু করে করে ঘরে ঢুকতে যেতেই, নানী বলে উঠল, এ ঘরেই ঝুলে পড়েছিল। তক্ষুণি বিভূতি দারোগার চোখে সামনে একটা ঝুলন্ত রাঙা পা দুলতে লাগল বুড়ি ফিসফিসিয়ে বলছে, সেদিন হাজিসাহেবের বাড়ি ঘুরে আইসা, ঘরে উঠোনে কোথাও ফতিমাকে দ্যাখতে পাইলাম না ।ঘরেও আলো জ্বালা নাই। হাঁক পাড়লাম, ফতিমা। কোথাও নাই। একবার মনে আইল বাংলাদেশ চইলা গে না কি। যদি সত্যিই চইলা যায় কী জবাব দেব আমি ? এ ঘরটাই খোঁজা বাকি ছিল ।কী মনে হইল এ ঘরটাই বাকি থাকে কেন, ঢুকে দেখি এই আন্ধারেও দেখা যায় ফতিমা ঝুলতাছে। ঘরে ভুর ভুর করতাছে আতরের গন্ধ। বিভূতি দারোগার সামনে রাঙা পা দুলছেই। পায়ের ফর্সা বুড়ো আঙ্গুল দুটো অকুল হয়ে মাটি ছুঁতে চাইছে । বুড়ি কানের কাছে ফিস ফিস করে বলছে, একটা চিঠি আমার কাছে আছে। ওর কোমরের রাশিতে বাঁধা ছিল। ওকে পুলিশ যখন নামাল, আমি কাঁনতে কাঁনতে ওর গায়ে পড়ে, পীরের রাশি খুইলা নিলাম। বিভুতি দারোগার সম্বিত ফিরল।----তা সে চিঠি

..পুলিশে তো দাওনি নানী।
----না দিই নাই। আমার বিশ্বাস যায়নি। চিঠিচা ওর আববাকে লেখা। আমি তেনাকেই দেবো।
----চিঠিটা একবার আমাকে দেখাবে নানি?
----দ্যাখবা। বলে নানী নিজের জীর্ণ শাড়ির কোন এক ভাঁজ থেকে চিঠিটা বার করে দিল। ঘরে এক চিলতে আলোতে বিভূতি চিঠিটা পড়তে শু করলেন। এমন সময় দরজায় বাইরে থেকে ধাতব্ কণ্ঠ বলে উঠল,----স্যার চিঠিটা মোদের দিয়ে দ্যান। চোখ তুলে বিভূতি দেখেন দোরগড়ায় প্রভাত, সামুদুদ্দিন দাঁড়িয়ে আছে। বিভূতির অজান্তেই নিজের হাত কোমরে রিভালবার ছোঁয়া।
----না স্যার, ওটা বাইর করার চেষ্টা করবেন না। একবার উঠনটা দেখুন।
বিভূতি ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন উঠোন ভর্তি লোকজন। সবার হাতেই কিছু না কিছু অস্ত্র। নিতাইকে দেখা যাচ্ছে না। পুলিশ জীবনে এতটা অসহায় পরিস্থিতিতে এর আগে কখন পড়েননি, সার্টের পকেট থেকে প্রভাত দলুই চিঠিটা তুলে নিল। সামুসুদ্দিন বলল, জিপে চলে যান। নিতাইয়ের কাছে টাকা দেয়া আছে। আবার হতটা রিভলবার ছুঁতে গেল, এব ার নানী হাত চেপে ধরল।-----ও বাপ তুমি চাইলে যাও। এরা তোমার মাইরা ফ্যালবো।

জিপের দুপাশ দিয়ে হু হু করে পিছিয়ে যাচ্ছে ঘাট, মাঠ, বিলের জলে সুর্যের পড়ন্ত রঙ। মাঝে মধ্যেই বিশাল বিশাল প্র াজ্ঞ গাছ পথ আটকাচ্ছে। কিছু কি বলতে চাইছে গাছগুলো ? বিভুতি দারোগার বুক পকেট থেকে ওরা ফতিমার সুইস াইডাল নোটটা তুলে নিয়েছে। সারা দুপুর ফতিমার বাড়ি থাকার পর, ফতিমার অবযব ফুটে উঠলেও স্পষ্ট হয়েনি ফতিম ার মুখ। মুখটা কল্পনায় আসছে না। ফতিমা হাসছে ঘষা কাচের ওপাশ থেকে, ফতিমা হাঁস ডাকছে চৈ চৈ, ঘষা কচের ওপাশ থেকে। ফতিমা চিঠি লিখছে তার বাবাকে, ঘষা কাচের ওপাশ থেকে, অববাজান, তুমার সাথে দেকা হইল না। প্রভাত, সামুসুদ্দিন, আলতাফ....আমাকে খারাবি করেছে।
----স্যার আপনি তো মাঠেও মাছ চাষ করতে পারেন। এই কেসে এত টাকা। নিতাইয়ের কথা কানে গেল বিভূতির। কে ান উত্তর করলেন না। শুধু বললেন তাড়াতাড়ি চালাও নিতাই।
----চালাচ্ছি তো স্যার।

জিপ বেশ জোরেই দৌড়চ্ছে। তবু এ গ্রামে শেষ হতে চাইছে না । পুকুর, গাছ, মাঠ, ধান খেত প্রায়ই পথ আগলাচ্ছে বিভূতির । কখনও কোন এক গাছের ফাঁকা থেকে, অথবা কোন এক মাটির বাড়ির পেছন থেকে কিংবা আতা গাছের বেড়া ধরে ফতিমা যেন বলে উঠছে, বাবা আর দেখা হল না তোমার সঙ্গে। ফতিমা আববাজান বলছে না, বলছে বাবা। ফতিমার মুখ স্পষ্ট হচ্ছে ক্রমশ। অনেটা সুষমার মতন। জিপ চলছেই। গ্রাম ফুরোচ্ছে না। গাছ, মাঠ, ঘাট, পুকুর বিভূতি দারোগাকে আষ্টে পিষ্টে জরিয় ধরেছে ! ---- নিতাই গাড়ি থামাও
জিপ থামল । চারদিকে ধুলো উড়ল।
-----ফিরে চলো জাঙ্গীপাড়া। বললেন বিভূতি।
----স্যার আপনার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? এবার গেলে ওরা আমাদের দুজনকেই পুঁতে ফেলবে !
----তুমি জিপ থেকে নেমে যাও।
----স্যার, একটু ভেবে দেখুন। সব কাজ গরম মাথায় হয় না।
----নেমে যাও। সেই কঠিন কণ্ঠ। নিতাই বুঝতে পারল স্যারকে ফেরান যাবে না।
----চলুন আমিও যাব।
জিপ ঘুরে দাঁড়াল। ধুলো উড়িয়ে চলল ফতিমার গ্রামে।
জিপের পেছন পেছন কিছু শুকনো পাতাও উড়ে চলল। ঐ পাতাগুলো বোধ হয় সেই সব গল্প যা বিভূতি দারোগারনামে গ্রামে, শহরে মফস্বলে ছড়িয়ে আছে।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com